প্রথম আলো

তারিখ 10 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

- বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন জিম্মি করছে
- আগামী দিনের নেতৃত্ব শিক্ষিত হোক, এটা কি তাঁরা চান না?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা, বেতন বাড়ল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক ধাপ বাড়ানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রোববার রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৪-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধির ঘোষণা দেন। ওই অনুষ্ঠানের পর প্রধান শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকদেরও বেতন বাড়ানোর বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, গতকাল থেকেই নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকদের মূল বেতন হবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ছয় হাজার ৪০০ টাকা (গ্রেড-১১) এবং প্রশিক্ষণবিহীনদের পাঁচ হাজার ৯০০ টাকা (গ্রেড-১২)। এখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা পাঁচ হাজার ৫০০ এবং প্রশিক্ষণবিহীন প্রধান শিক্ষকেরা পাঁচ হাজার ২০০ টাকা পাচ্ছেন।

সহকারী শিক্ষকদের নতুন বেতন স্কেল করা হয়েছে প্রশিক্ষণবিহীনদের চার হাজার ৭০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে চার হাজার ৯০০ (গ্রেড-১৫) এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চার হাজার ৯০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার ২০০ টাকা (গ্রেড-১৪)।

আগের ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা, বেতন বাড়ল

শেষ পৃষ্ঠার পর

পাশাপাশি নতুন সরকারি হওয়া প্রায় ২৩ হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও এই সুবিধা পাবেন।

বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ গ্র্যাজুয়েট প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি এই সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে।

অবশ্য সহকারী শিক্ষকেরা অভিযোগ করেছেন, নতুন স্কেল অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকদের থেকে তাঁদের বেতনের ব্যবধান বেশি হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে তাঁদের প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচের স্কেল দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শিক্ষকদের বিষয়ে খুবই আন্তরিক। ভবিষ্যতে সহকারী শিক্ষকদের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে।

ঝরে পড়া রোধে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর : বাসস জানিয়েছে: প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার বেশ কমেছে। ঝরে পড়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, ক্ষুধার কারণে শিশুরা স্কুল থেকে চলে যাচ্ছে। তাই সরকার মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নতমানের বিস্কুট সরবরাহ শুরু করে। এতে দেখা যায়, ঝরে পড়া রোধ অনেকটাই সফল হয়েছে। তাই পর্যায়ক্রমে শিশুদের জন্য প্রতি স্কুলেই মিড-ডে মিল চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে সরকারের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা নিয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে তাঁর সরকার প্রাথমিক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষার উন্নয়নে আমরা যখন কাজ করছি, তখন বিএনপি-জামায়াত আন্দোলনের নামে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন জিম্মি করছে। মাসের পর মাস ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারেনি তাদের সহিংস তৎপরতার কারণে।' তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'তাঁরা কী চান? এ দেশের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষিত হোক, আগামী দিনের নেতৃত্ব শিক্ষিত হোক, এটা কি তাঁরা চান না? নাকি আমাদের শিক্ষার্থীরা মানি লন্ডারিং, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম শিখবে, তাই চান তাঁরা।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যালয়, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্মাননা ও পদক প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি জাতীয় পর্যায়ে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ২৫০ জন শিক্ষার্থীকেও মেডেল ও সনদ দেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসচিব কাজী আখতার হোসেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ প্রমুখ।

'শিক্ষাই জীবনের মূল, ঝরে পড়া বিরাট ভুল' স্লোগানে গতকাল থেকে শুরু হওয়া শিক্ষা সপ্তাহ চলবে ১৫ মার্চ পর্যন্ত।